মহুল এখন বিশ্বপথে

নূরিতা নুসরাত খন্দকার

পশ্চিম বাংলার লোকসংগীত ভক্তকূলের হৃদয় জয় করা 'মহুল' লোকগানের দল এখন বাংলাদেশেও একটি সুপরিচিত নাম। বিগত বারো বছর ধরে লোকগান ও সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছে মহুল। এই গান-দলের শিল্পীরা মূলত আপামর বাংলার লোকসংগীত সাধনায় নিমগ্ন। এদের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিষয়-ভাবনা-সুর ও কম্পোজিশনে আদিবাসী সংগীতের প্রভাব। তবে সাঁওতাল সংগীতের প্রতি অনুরাগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এরই মধ্যে বাংলাগানের বিচিত্র ধারাতেও মহুল লোকগানের দল বিশেষ দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করেছে দু'পাড় বাংলার সংগীতাকাশে। লালন ফকির, হাসন রাজা, আব্বাস উদ্দিন, রাধারমণ, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, গাজন, ঝুমুর, টুসু, ভাদু প্রভৃতি বিচিত্র পল্লীগান পরিবেশনের ফলে স্পষ্ট বোঝা যায় 'মহুল' লোকগানের দলের কাছে ভারতীয় অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর চেয়ে বাংলা ও বাঙালির প্রভাবই বেশী। ইতিপূর্বে 'মহুল ফোক ব্যান্ড' তিনটি লোকগীতির এ্যালবাম সহ একটি রবীন্দ্রসংগীতের অ্যালবাম প্রকাশ করেছে। বাঙালির গানে রবীন্দ্রসংগীতের ঐতিহ্যকে এড়িয়ে চলা দায়। তাই লোকগানের দল হলেও মহুল 'তুমি রবে নীরবে' শীর্ষক রবিগানের একটি এ্যালবামও উপহার দিয়েছে।

মহুল দলের শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে পার্থ ভৌমিক, সোনাই সেন, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, সুমন বসু, কাঞ্চন পাকড়াশী, সাহেব চক্রবর্তী সহ শিশুশিল্পী সোহাম ভৌমিক। এই দলের প্রধান কণ্ঠশিল্পী পার্থ ভৌমিক, সোনাই সেন এবং আনন্দ মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি মহুলের চতুর্থ এ্যালবাম 'পলাশ বন' গানবাজারে এসেছে এবং গানগুলো ইতিমধ্যেই শ্রোতাকূল সমাদৃত হয়েছে নিজস্ব গুণে।

'পলাশ বন' শিরোনামের এই চতুর্থ এ্যালবামে রয়েছে আটটি গানের সঙ্কলন। ঝুমুর গান- শিকারে পলাশের বন, ধুলো মেখে মোরাম রাস্তায় (কথা ও সুরঃ সাহেব এবং সুমন), ভাদু লে লে লে (ভাদু), ঝিম ঝিম ঝিম (কথাঃ দেবাশিস, সুরঃ পার্থ), রাঙ্গা মাটির দেশে (কথা-সুরঃ পার্থ ভৌমিক) মুর্শিদ আমায় ফেলো না (মুর্শিদি), মাদল বুক ধুক ধুক (কথাঃ দেবাশিস, সুরঃ পার্থ), এ ভব সাগর (ভাটিয়ালি) এই আটটি গানের মধ্যে পাশ্চাত্য এবং দেশি সুর ও তাল বাদ্যের মিশ্রণে বাংলার আদিবাসি সুরের বৈচিত্র্যকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে। প্রতিটি গানই কথা ও সুরের নিবিড় সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'পলাশ বন' এ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রখ্যাত শিল্পী ও সংগীতজ্ঞ অমর পাল।

নতুন অ্যালবাম প্রসঙ্গে কোলকাতার 'মহুল' ফোকব্যান্ড শিল্পীদের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাক্ষাতকারে পাওয়া যায় তাদের শ্রম ও সাধনায় তিলে তিলে গড়ে ওঠা মহুলের অন্ত রঙ্গের সন্ধান। এসব বিষয়ে মূল কথা হয় মহুল প্রতিষ্ঠাতা পার্থ ভৌমিক এঁর সাথে। মূল সাক্ষাৎকারের যে অংশে মহুলের অন্তরঙ্গ ও তাদের দর্শনকে অনুধাবন করা যায় সেই অংশটুকুই মেলে ধরা হল পাঠকের জন্য।

প্রশ্ন। মহুল কি আত্মপ্রতিষ্ঠায় বিনা বাঁধায় এগিয়ে চলছে ?

পার্থ : মহুল একটি সংগঠন। গানের দল যেমন চলে মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতায়, মহুলেরও পেছনে রয়েছে বহু মানুষের শুভেচ্ছা আর ভালবাসা। তাই পেশাগত বা অর্থনৈতিক বাঁধা এলেও সংগঠন আমাদের মসৃণ রাখতে পেরেছি সকলের আন্তরিক ভালবাসা আর আত্মবিশ্বাসে।

মহুলের গানে আধুনিক-বিদেশি ইন্সট্রুমেন্টের ব্যবহার বিষয়ে আপনাদের অভিমত কি?

পার্থ । আমাদের নিজস্ব লোক চেতনা ও প্রচলিত ধারাকেই আমরা চেষ্টা করি বিশেষ করে তুলে ধরার। তবে কোথাও কোথাও সময়ের স্বার্থে কিছু বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করতেই হয় বা সুরে সামান্য মিশ্রণও ঘটাতে হয়। যেমন মেন্ডলিন, বেঞ্জু, কীবোর্ড ব্যবহার হয়। তবে কীবোর্ড আর গিটারের আগেই খুব স্বাভাবিকভাবে এখন আমাদের সকল প্রকার সংগীত পরিবেশনায় যুক্ত হয়েছে প্রয়োজনীয় একটি ইলেকট্রিক বাদ্য হিসেবে। মেন্ডলিন, বেঞ্জু আমাদের পল্লীগানে প্রবেশ করেছে আরও কয়েক শতাব্দী আগেই।

মহুল শ্রোতাকে মাটির সুরে ভাসিয়ে দেয় শেকড়ের সন্ধানে।

পার্থ : আসলে মহুল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একটাই স্বপ্ন দেখে আসছে এবং সেভাবেই এগিয়ে চলার প্রয়াস রাখছে আর তা হল বাংলার মাটির সুর অর্থাৎ আমাদের শেকড়ের গানকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া। আমাদের মেঠো গানের মত এত মিষ্টি সুর আর বাণীতে এত এত মানবিক বিষয় ও ভাবনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ-হতাশা-বিরহ-বিচ্ছেদ-প্রেম-ধর্ম-জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে-সামাজিক উৎসব কি যে নেই আমাদের মেঠো সংগীতের বিষয়-ভাবনায় তা বলা মুশকিল। তো আমরা মনে করি আমাদের শেকড়ের গান মানেই আমাদের সুন্দর চেতনার প্রতিচ্ছবি। আর সেই ছবির রঙগুলোকেই বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চায় মহুল।

পার্থ । মহুল একবার ২০১১ সালে বাংলাদেশে মিউজিক জার্নি করে স্মৃতিতে অমলিন থাকবে। স্পষ্ট মনে আছে ১৯ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জে, ২০ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডি, ২১ ফেব্রুয়ারি রমনা ময়দান সকালে এবং বিকেলে বাংলাদেশ রাইফেলস্ হেডকোয়ার্টারে ভাষা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান করি। শেষে সন্ধ্যায় আবার রমনায় গান গেয়েছিলাম আমরা। ওখানে মানুষের আপ্যায়ন এবং সংগীতবোধ আমাদের মুগ্ধ করে। হাজার হাজার মানুষ লোকগানকে ভালোবাসে বলেই এসেছিলেন। বিদায়কালে আমাদের দুই পক্ষের চোখের পানি আমরা আটকাতে পারিনি।

মাটির গানের দল 'মহুল'-এর শিল্পীরা